মিড ডে মিল-এর রান্নাঘর নেই, ক্লাসরুমের বারান্দায় রান্না হওয়ায় বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ মিড ডে মিল রান্নার জন্য রয়েছে রান্নাঘর, কিন্তু সেখানে রান্না হয় না। রান্না হয় ক্লাসরুমের সামনের বারান্দায়। খোলা উনুনে দাউ দাউ করে জ্বলে আগুন। সেখানেই হয় রান্না। রান্নার সময় স্কুলের শিশুরা ছোটাছুটি করে উনুনের সামনে দিয়েই। যে কোন সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। জ্বলন্ত আগুন কিম্বা রান্নার কড়াইয়ে পড়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে যে কোন সময়। আর এই ঘটনাই ঘটে চলেছে বিদবিহার পঞ্চায়েতের কৃষ্ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। দীর্ঘদিন ধরে এভাবেই ক্লাসরুমের বারান্দায় চলছে মিড ডে মিলের রান্না। আজ এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে কৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখায় স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার সামনে। বিক্ষোভের খবর দ্রুত পৌঁছায় দেখায় স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার সামনে। বিক্ষোভের খবর দ্রুত পৌঁছায় কাঁকসার বিডিওর কাছে। বিডিও স্কুলে গিয়ে মিড ডে মিলের রান্নাঘরে রান্না করার নির্দেশ দেন। বিডিও গ্রামবাসীদের আশঙ্কাকে যুক্তিসঙ্গত বলে কড়া ব্যবস্থার নির্দেশ দেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ক্লাসরুমের বারান্দায় চলছে মিড ডে মিল। সামান্য একটি কারণের জন্য স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনকে বাজি রেখে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা চরম ঝুঁকি নিয়ে নির্বিবাদে রান্না করাচ্ছিলেন স্কুলের ক্লাসরুমের বারান্দায় রান্নাঘর থাকতেও। স্কুলের রান্নাঘরের পাশেই রয়েছে এক ব্যক্তির বাড়ি। রান্না ঘরে রান্না হলে ওই ব্যক্তির ঘরে ঢোকে ধোঁয়া। আর সেই কারণেই ওই পরিবারে কর্তা স্কুলের রান্নাঘরে রান্না করতে নিষেধ করেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মণীষা মন্ডল পঞ্চায়েত বা ব্লক প্রশাসনকে না জানিয়েই ওই পরিবারে ইচ্ছামতো রান্না শুরু করে দেন ক্লাসরুমের বারান্দায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ছাত্র-ছাত্রীরা এভাবে রান্না করার জন্য যে কোন সময় ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় পড়তে পারে। কাঁকসার বিডিও স্কুলে গিয়ে দেখেন রান্না চলছে ক্লাসরুমের বারান্দায়। পড়ুয়ারা মনের খুশিতে ছোটাছুটি করছে জ্বলন্ত উনুনের পাশ দিয়েই। দেখেই আঁতকে ওঠেন বিডিও। দ্রুত সব সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন তিনি। কড়া ধমক দেন প্রধান শিক্ষিকাকে এভাবে রান্না করার জন্য। গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত্ব করে বিডিও প্রধান শিক্ষিকাকে নির্দেশ দেন রান্নাঘরে রান্না করার জন্য। রান্নাঘরে পাইপ লাগিয়ে দেওয়া হবে যাতে ধোঁয়া নির্দিষ্ট পথে বার হয়ে যেতে পারে। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মণীষা মন্ডল অবশ্য এই বিষয়ে মুখ খুলতে রাজি হননি। বিডিও অরবিন্দ বিশ্বাস বলেন এভাবে রান্না করার অনুমতি দিয়ে প্রধান শিক্ষিকা ভুল করেছিলেন। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রান্নাঘরেই রান্না করতে হবে।

তৃণমূলকে চাঙ্গা করেছে বিলগ্নিকরণের প্রতিবাদের লড়াই

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ এভাবে শাসকদল লাগাতার আন্দোলন করছে তা দেখেনি দুর্গাপুর। আবার একসাহে সবাই আন্দোলন মঞ্চে উপস্থিত থেকে লড়াই করছে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাও কতদিন আগে দেখেছে মনে করতে পারছে না দুর্গাপুরবাসী। অবশ্য দুর্গাপুরবাসীরা তো ছাড় শাসকদলের নিচুতলার কর্মীরা মনে করতে পারছে না এভাবে একসাথে শেষ কবে দেখা গিয়েছিল শাসকদলের দুর্গাপুরের নেতাদের। দুর্গাপুর মিশ্র ইস্পাত কারখানার বিলগ্নিকরণের প্রতিবাদে শাসকদলের ধর্না চাঙ্গা করে তুলেছে শাসকদলের নিচুতলার কর্মীদের। দুর্গাপুর মিশ্র ইস্পাত কারখানার শ্রমিকেরাও উচ্ছ্বসিত তাঁদের কারখানা বাঁচানোর লড়াইতে শাসকদলের সব নেতা-কর্মীদের পাশে পেয়েছেন তাঁরা। আর এই আন্দোলনের জেরে বাম আর বিজেপির থেকে জনসংযোগে অনেকটাই এগিয়ে রইল শাসকদল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সিটু আর আই এন টি ইউ সি একসাথে লড়াইয়ে নেমেছিল নগর নিগম ভোটের আগে। কিন্তু এমন কড়া ধাঁচের আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি এই জোট। এবার কিন্তু তৃণমূল বিজেপি সরকারকে কড়া বাতলা দিতে কড়া ধাঁচের পথ নিয়েছে। আর তাতেই দুর্গাপুরের ইস্পাতনগরী এখন তৃণমূলের পাশে। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক সিটু নেতা বলেন, দলের নেতারা শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়েই দায় খালাস করছে কেন্দ্রের সরকারের বিরুদ্ধে ঝাঁঝালো আন্দোলন করতে পারেনি আর তৃণমূল সেই লাভ তুলে নিল। কার্যত এই আন্দোলন কীভাবে এবং আর কতদিন বয়ে নিয়ে যাবে শাসকদল তা নিয়ে একটা ধন্দে থাকলেও শাসকদল ইস্পাত নগরীকে পাশে থাকার বার্তা দিল। কাঁকসার বাবনে বেড়ায় কেন্দ্রিয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় সাফ জানিয়েছিল দুর্গাপুর মিশ্র ইস্পাত কারখানার বিলগ্নিকরণ হচ্ছে। কিন্তু বিজেপি নেতারা সিন্দুরে মেঘ দেখছেন তাদের সরকারে এই পদক্ষেপে। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিজেপি জেলা নেতা বলেন, লোকসভা ভোটে বিজেপির বিরুদ্ধে জনমত যাবে আর লাভ তুলবে তৃণমূল। তৃণমূল শিল্পাঞ্চল সভাপতি ভি. শিবদাসন বলে, তারা শেষ দেখে ছাড়বেন। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংগ্রামের একটি নাম আর তারা নেত্রীর নির্দেশেই আন্দোলন করছেন। শাসকদল দুর্গাপুর মিশ্র ইস্পাত কারখানার বিলগ্নিকরণ আটকাতে সক্ষম হবে কিনা তা সময় বলবে কিন্তু শাসকদলের সব নেতাকে এক মঞ্চে নিয়ে আসার কৃতিত্ব কিন্তু যাচ্ছে শিল্পাঞ্চল সভাপতি ভি. শিবদাসনের ঝুলিতেই।

বিধায়কের উপর হামলা ঃ গ্রেপ্তার তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ সোমবার আক্রান্ত সিপিআই (এম) বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়কে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে তৃণমূল জেলা সভাপতি ভি. শিবদাসান বলেছিলেন যে, দলের কেউ এই ঘটনায় যুক্ত থাকলে অবশ্যই ১০০ শতাংশ শাস্তি পাবে। তার কয়েক ঘন্টা কাটতে না কাটতেই কোকওভেন থানার পুলিশ বিধায়কসহ সিপিএম কর্মীদের মারধরের অভিযোগে গ্রেপ্তার করল নয়ন মালাকার নামের এক তৃণমূল কর্মীকে। অভিযুক্ত নয়ন দুর্গাপুরের ৩১ নং ওয়ার্ডের লেবারহাট এলাকার ডিপিএল আবাসনের বাসিন্দা। গতকাল রাতে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে আজ দুর্গাপুর আদালতে পেশ করা হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে ৩২৫, ৩৭৯, ৩২৩ ও ৩৪১ ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। গত ২৪ তারিখ ডিপিএল প্রশাসনিক ভবনের সামনে ১৩টি গণসংগঠনের বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি কর্মসূচীতে হামলা চলায় একদল যুবক। তাতে বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়সহ কয়েকজন কর্মী গুরুতর আহত হন। সেদিনই সিপিএমের পক্ষ থেকে কোকওভেন থানায় ৭ জনের নামসহ ২৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। গতকালই সিপিএমের পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী আহত বিধায়ককে দেখতে এসে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার না হওয়া প্রসঙ্গে সরকারে বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। তৃণমূল জেলা সভাপতি ভি. শিবদাসান জানান যে, দলের কেউ যুক্ত থাকলে অবশ্যইপুলিশ ব্যবস্থা নেবে। তারপরেই রাতে এই গ্রেপ্তারী। এর পাশাপাশি হামলার ঘটনার দিনে তৃণমূলের জেলা কার্যকরী সভাপতি উত্তম মুখার্জীর বক্তব্য নিয়েও দলের অন্দরে জলঘোলা শুরু হয়েছে। উত্তমবাবু সেদিন জানিয়েছিলেন যে, দলের কেউ এতে যুক্ত নয়। এটা সিপিএমের আভ্যন্তরীণ কলহের জের। অভিযোগ জমা পড়ার প্রায় ৩ দিনের মাথায় পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার ঘটনা, কার্যকরী সভাপতির উক্তিকেই খন্ডন করল, এমনই অভিমত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। তবে পুলিশ বিধায়কসহ বাম কর্মী সমর্থকদের ওপর হামলাকারীদের মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করার ফলে শাসকদলের পক্ষ থেকে জোরালো আওয়াজ বর্তমান সরকারে সময়ে অপরাধীদের ছাড়া যায় না।

বিক্ষোভ দেখাল সিটু

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ কয়লাখনির জাতীয়করণ বিল বাতিলের সিদ্ধান্তের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাল সিটু। ঘটনা রানিগঞ্জের ইসিএলের বাঁশড়া কোলিয়ারিতে। মঙ্গলবার সকালে সিটুর নেতৃত্বে খনি চত্বরে বিক্ষোভ হয়। বিক্ষোভ শেষে কয়লামন্ত্রী কুশপুতুল দাহ করা হয় সিটু নেতৃত্বের পক্ষ থেকে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধীতা করেন সিটু নেতৃত্ব।

মঙ্গলবার আসানসোল পুরনিগমের বাজেটে খসড়া দেওয়া হল কাউন্সিলদের। নিজস্ব চিত্র

বৃদ্ধ দম্পতির দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ মঙ্গলবার এক বৃদ্ধ দম্পতির মৃতদেহ উদ্ধার হল দুর্গাপুরের বেনাচিতির সুভাষপল্লীর সুকান্তসরণী এলাকা থেকে। মৃত দম্পতির মধ্যে স্বামীর নাম শঙ্কর দে (৬৫) ও স্ত্রী হলেন সুচিত্রা দে (৬০)। ঘটনাস্থলে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি (পূর্ব) উমেশ গণপত খান্ডেলওয়ালের নেতৃত্বে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। জানা গেছে, এদিন সকালে অনেক বেলা হয়ে যাওয়ার পরেও ওই দম্পতি ঘুম থেকে না ওঠায় ছেলের বৌ যখন তাঁদের ডাকতে ঘরে ঢোকেন তখন তিনি সাড়া পায়নি। অন্যদিকে সেইসময় এক প্রতিবেশী দেখেন গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় বৃদ্ধের দেহ বাড়ির পিছনে গাছে ঝুলছে। এরপরেই তার ঘরে ঢুকে দেখেন বৃদ্ধার দেহ বিছানায় পড়ে আছে। খবর দেওয়া হয় থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে প্রান্তিকা ফাঁড়ির পুলিশ। দু'জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, শঙ্করবাবু দুর্গাপুরের চন্ডীদাস বাজারে একটি প্লাস্টিকের সামগ্রিকের দোকান চালাতেন। তাঁর স্ত্রী সুচিত্রাদেবীর কিডনির সমস্যা দীর্ঘদিনের। বর্তমানে তাঁর ডায়ালেসিস চলছিল। সোমবার গভীর রাতে স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ার পরেই শঙ্করবাবু বাড়ির পিছনে একটি গাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন। তবে ইতিমধ্যেই পুলিশ এই দম্পতির মৃত্যু নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। আপাতত ময়নাতদন্তের রিপোর্টের দিকে তাকিয়ে পুলিশ।

শিক্ষকের সততার নজির, ফেরৎ দিলেন টাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ দু'দিন পরে বৃহস্পতিবার বিয়ে। তারই প্রস্তুতি নিতে কিছু টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাই ভাতারের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখা থেকে ৩০ হাজার টাকা তুলতে এসছিলেন এক গৃহশিক্ষক। কিন্তু ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার ভুলবশত তাঁকে ৬০ হাজার টাকা দিয়ে দেন। সোমবার অতিরিক্ত ৩০ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন মঙ্গলকোটের পলসোনা গ্রামের বাসিন্দা পেশায় গৃহশিক্ষক সৌরভ রায়। তাঁর এই সততায় মুগ্ধ ব্যাঙ্ককর্মীরা। গত শুক্রবার ব্যাঙ্কে তিনি টাকা তুলতে আসেন। স্থানীয় ও পরিবারসূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলকোটের পলসোনা গ্রামের বাসিন্দা সৌরভ রায় গৃহশিক্ষকতা করেন। ভাতারের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখায় তাঁর একটি অ্যাকাউন্ট আছে। আগামী বৃহস্পতিবার মঙ্গলকোটের কৈচরে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়েছে। সৌরভবাবু জানান, বিয়ের খরচ-খরচার জন্য অল্প কিছু টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাই গত শুক্রবার ভাতারের ওই ব্যাঙ্কে ৩০ হাজার টাকা তুলতে আসেন তিনি। ক্যাশিয়ার তাঁর হাতে ১৫টি

২০০০ টাকার নোট দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, কাউন্টারের সামনে টাকাগুলি এনে আমি বাড়ি চলে আসি। ওইদিন রাতে পাশবইটি আলমারিতে রাখতে গিয়ে দেখি তার ভিতরে ১৫টি ২০০০ টাকার নোট রয়েছে। তখন বুঝতে পারি ক্যাশিয়ার ভুল করে দু'বার টাকা দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মাঝে দু'দিন ছুটি থাকায় ব্যাঙ্কের সঙ্গে আর যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। জানা গেছে, এইদিন সৌরভবাবু তাঁর বাবা জয়ন্ত রায়কে সঙ্গে নিয়ে ব্যাঙ্কে আসেন। তিনি ক্যাশিয়ার অমিত কুমারের হাতে ৩০ হাজার টাকা ফেরত দিয়ে দেন। ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার অমিত কুমার বলেন, হিসাবে ৩০ হাজার টাকা মিলছিল না। কিন্তু কাকে টাকা দিয়েছি বোঝারও উপায় ছিল না। ওই গ্রাহকের সততা প্রশংসনীয়।

এবার এ এস পি-র বিলগ্নিকরণ ঠেকাতে ডিএসপির সি ই ও-কে ঘেরাও

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ সেইলের দুর্গাপুর মিশ্র ইস্পাত কারখানাকে বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রিয় সরকারের ভারী শিল্পমন্ত্রক। আর এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে সোচ্চার শাসকদল টিএমসি। কেন্দ্রের সেই সিদ্ধান্ত ঘিরে এএসপি-র শ্রমিক মহলের কপালে চিন্তার ভাঁজ। কারখানার সমস্ত শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকেই কেন্দ্রিয় সরকারের ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আন্দোলন শুরু হয়েছে। সব থেকে বেশি সোচ্চার হয়ে উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই এএসপি বাঁচাও দাবি তুলে কারখানা গেটের কাছে মঞ্চ করে সেখানে অবস্থান বিক্ষোভ চলছে। কিন্তু ওইভাবে আন্দোলন করে এ এস পি-র বিলগ্নিকরণ ঠেকানো যাবে না তা বুঝতে পেরেই শাসক শিবির এবার জঙ্গী আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছে। কেন্দ্রের মোদী সরকারের শিল্পনীতির বিরুদ্ধে ও এ এস পি কারখানার বিলগ্নিকরণ ঠেকাতে সোমবার পশ্চিম বর্ধমান জেলা টিএমসি-র পক্ষ থেকে দুর্গাপুর স্টেশনে প্রায় ৪০ মিনিটের বেশি সময় ধরে রেল অবরোধও করা হয়। মঙ্গলবার দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার মূল গেটের সামনে এক ধর্না মঞ্চে তৃণমূলের নেতারা মিশ্র ইস্পাত কারখানা বাঁচানোর দাবিতে সোচ্চর হন। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, জেলা তৃণমূলের সভাপতি ভি. শিবদাসন, কার্যকরী সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায়, বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলার, পুরসভার এম আই সি-সহ হাজার হাজার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। তবে আজকের আন্দোলনে নজর কাড়ে এ এস পি কারখানার ঠিকা কর্মীদের পরিবারের সদস্যরা। ছোট ছোট শিশুদের দেখা গেল এ এষ পি বাঁচাও-এর আজকের আন্দোলনে মিছিলে সামিল হতে। শাসকদলের এই আন্দোলনে পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে চলেছে তার জন্য জেলা নেতারাও যোগাযোগ রাখছেন রাজ্যনেতৃত্বের সাথে। এখন দেখার সালেম ও ভদ্রাবতীকে যেভাবে বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্তের থেকে পিছিয়ে এসেছে কেন্দ্রিয় ইস্পাত মন্ত্রক তেমনভাবে এ এস পি কারখানার বিলগ্নিকরণের সিদ্ধান্ত থেকে তারা পিছিয়ে আসেন কিনা।

রেশনে নিম্নমানের সামগ্রী দেওয়ায় শিবপুরে বিক্ষোভ দেখাল গ্রামবাসীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ গলসির পারাজের পর এবার কাঁকসার বিদবিহার পঞ্চায়েতে রেশন শপে নিম্নমানের চাল, গম, আটা দেওয়ার প্রতিবাদে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখায়। কাঁকসার বিডিও রেশন শপ থেকে নিম্নমানের সামগ্রী বিক্রি করতে নিষেধ করেন। বিদবিহার পঞ্চায়েতের শিবপুরে মৃণালকান্তি ঘোষের রেশন শপ থেকে নিম্নমানের চাল, গম, আটা বিক্রি হচ্ছিল কয়েকদিন ধরে। গ্রামবাসীদের নজরে পড়ে নিম্নমানের চাল, গম, আটা বিক্রি চলছে রেশন শপ থেকে। ক্ষোভে ফেটে পড়ে গ্রামবাসীরা। রেশন শপের মালিককে গ্রামবাসীরা নিম্নমানের রেশন সামগ্রী নিয়ে অভিযোগ করলে, রেশন শপ মালিক নিজের দায় এড়িয়ে ডিস্ট্রিবিউটরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় বলে দাবি গ্রামবাসীদের। অভিযোগ এই নিম্নমানের চাল, গম, আটা খাওয়া হলে ভয়ঙ্কর ধরনের অসুখ হতে পারে। অবশ্য বিডিও গ্রামবাসীদের আশঙ্কাকে যুক্তিসঙ্গত বলে মেনে নিয়ে দাবি করেন, নিম্নমানের চাল, গম, আটা রয়েছে রেশন শপে যা ব্যবহারের অযোগ্য। গ্রামবাসীদের অভিযোগকে রেশন শপ মালিক গুরুত্ব না দেওয়ায় গ্রামবাসীরা সোমবার রাতেই রেশন শপে তালা লাগিয়ে দেয়। গ্রামবাসীদের দাবি তালা লাগিয়ে দেওয়া হয় যাতে নিম্নমানের সামগ্রী সরিয়ে ফেলতে না পারে। মঙ্গলবার সকালে কাঁকসার বিডিওর কাছে খবর যায়। তিনি শিবপুরের এই রেশন শপ পরিদর্শনে আসেন। চাল, গম, আটা দেখেন। সবমিলিয়ে মোট আট বস্তা চাল, গম, আটা অতি নিম্নমানের। বিডিও রেশনে এই সব সামগ্রি বিক্রি করতে নিষেধ করে ডিস্ট্রিবিউটরের কাছ হতে অন্য সামগ্রী এনে বিক্রি করতে নির্দেশ দেন। রেশন শপ মালিক মৃণালকান্তি ঘোষেণ দাবি তিনি দায়ি নয়, ডিস্ট্রিবিউটরের কাছ হতে যে সামগ্রী পাওয়া গেছে, তাই বিক্রি করছেন। বিডিও অরবিন্দ বিশ্বাস উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানোর কথা বলেন।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ , হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile : 9609538713, 9775781615
Phone : 03211 - 255 222